Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেরীন তাসনীম

রোলঃ 216020408

২৪ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জেরীন তাসনীম

রোলঃ 216020408

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জেরীন তাসনীম, আইডিঃ 216020408 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যে কারনে পুরুষ নারীদের উপর কতৃত্বশীল" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

জেরীন তাসনীম

আইডিঃ 216020408

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৪ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা....................5

১. পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক....................6

২. নারী পর্দা করবে কেন?....................8

৩. ইসলামে নারী নবী আসেনি....................11

৪. অবাধ্য নারী....................12

৫. গান-বাদ্য না শোনা....................14

৬. কারণ ছাড়া তালাক তলবকারী নারীর শাস্তি....................15

৭. অভিভাবক ব্যতীত নারীর বিয়ে বৈধ নয়....................16

৮.আল্লাহর কাছে সব থেকে অপ্রিয় বৈধ বিষয়....................17

৯. দাম্পত্য ও অধিকার....................19

১০. পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের করুণ অবস্থা....................22

১১.চোখ থেকে পশ্চিমা অপপ্রচারের রঙিন চশমা খুলতে হবে....................22

১২. সম্পত্তি ভাই বোন সমান পায় না....................24

১৩. স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞের ফল....................26

১৪. নারী কেন ৪টি বিয়ে করতে পারবে না....................28

১৫. পুরুষের মত মহিলা বক্তার ওয়াজ করে না....................28

১৬. মহিলা কি রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন?....................30

১৭. বাবা পরিবারের কর্তা....................31

১৮.ইদ্দত চলাকালে ভরণ পোষণের দায়িত্ব....................34

পরিণতি....................35

রেফারেন্স....................36

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা স্বামীকে স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আবার স্ত্রী-সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালনা করা, অন্যায় কাজ থেকে ফেরানো এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্বও আল্লাহ তাআলা পুরুষদের দান করেছেন।

পুরুষ কিংবা স্বামীরা এ দায়িত্বের কারণেই সহনশীলতার সঙ্গে স্ত্রীদের সঠিক পথে ফেরানোর জন্য কোরআনের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রচেষ্টা করবে। তবেই তাদের দাম্পত্য জীবন পাপ-পঙ্কিলতায় কলুষিত হওয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহর আজাব-গজব থেকে হেফাজত থাকবে। দুনিয়ায় সুখী দাম্পত্য জীবনের সন্ধান পাবে। আর পরকালীন জীবনও হবে সুন্দর ও স্বার্থক।

১. পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক

হে মুসলিম নারী, রেওয়াজ মোতাবেক স্বামীর আনুগত্য করা তোমার ওপর ওয়াজিব। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت

"নারী যদি তার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রমযান মাসের সিয়াম রাখে, স্বীয় লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং নিজ স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। [1]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه

"কোনো নারীর পক্ষে বৈধ নয় স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ব্যতীত সিয়াম রাখা এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশাধিকার দেওয়া।"[2]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

"স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু সে ডাকে সাড়া না দেয়, ফলে সে তার ওপর গোস্বা নিয়ে রাত যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশতারা নারীর ওপর লা'নত করে"।[3]

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها

“যার হাতে আমার নফস সে সত্ত্বার কসম, যে কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আসমানে বিদ্যমান সত্ত্বা (অর্থাৎ আল্লাহ) অবশ্যই তার ওপর রাগান্বিত থাকেন, যতক্ষণ না স্বামী তার স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট হয়”।[4]

স্ত্রীর ওপর স্বামীর একটি হক হচ্ছে, তার ঘর দেখাশুনা করা এবং তার অনুমতি ব্যতীত তার ঘর থেকে বের না হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

“নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা এবং তাকে সে বিষয়ে জবাবদিহি করা হবে”।[5]

স্ত্রীর ওপর স্বামীর আরো একটি হক হচ্ছে, ঘরের কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া এবং তাকে সেবিকা আনতে বাধ্য না করা, যা তার জন্য কষ্টকর এবং যার ফলে সে নিজে বা তার সন্তান-সন্তুতিরা ফেতনার সম্মুখীন হতে হয়।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. ‘মাজমুউল ফতোয়া’ (৩২/২৬০ ও ২৬১) বলেন: “আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

“সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারিনী ঐ বিষয়ে যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

এ আয়াতের দাবি অনুযায়ী স্ত্রীর ওপর স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব, সেটি তার সাথে সফর হোক, তার সাথে আনন্দ করার সুযোগ দেওয়ার বিষয় হোক বা অন্য যে কোনো চাহিদা হোক। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতও প্রমাণ করে।”

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ‘হাদইউন নববী’: (৫/১৮৮ ও ১৮৯) গ্রন্থে বলেন: “যেসব ইমামদের নিকট স্ত্রীর ওপর স্বামীর খিদমত করা ওয়াজিব, তারা বলেন, যাদের (অর্থাৎ যে আরবদের) ভাষায় আল্লাহ তা‘আলা সম্বোধন করেছেন তাদের নিকট খিদমত একটি মা‘রূফ (অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক) হক। পক্ষান্তরে স্ত্রীকে বিনোদন প্রদান করা, তার খিদমত স্বামীর আঞ্জাম দেওয়া, স্বামীর ঝাড়ু দেওয়া, রুটি তৈরি করা, আটার খামির বানানো, ধোয়া, বিছানা করা ও বাড়ির

খিদমত আঞ্জাম দেওয়া ইত্যাদি মুনকার (অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূত) কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

"আর নারীদের জন্য রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার, যেমন আছে তাদের ওপর (পুরুষদের) অধিকার"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮]
অপর আয়াতে তিনি বলেন:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

যদি নারী পুরুষের সেবা না করে, বরং পুরুষ নারীর সেবা করে, তাহলে নারী তত্ত্বাবধায়ক হবে পুরুষের উপর... অতঃপর বলেন: সন্দেহ নেই আল্লাহ স্বামীর ওপর স্ত্রীর খরচ, পোশাক ও বাসস্থানের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাকে ভোগ করা, তার খিদমত গ্রহণ করা ও বিধি মোতাবেক তার সেবার বিনিময়ে।
অধিকন্তু মানুষের সাধারণ লেনদেন ও চুক্তিগুলো সমাজে প্রচলিত বিধি ও নীতির ওপর ভিত্তি করেই হয়, (অতএব, বিয়ে পরবর্তী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও সে নীতি মোতাবেক হবে এটিই স্বাভাবিক)। প্রচলিত নীতি হচ্ছে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর খিদমত করা ও তার ঘরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া। তিনি আরো বলেন: এ ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ, ধনী ও গরীবের মাঝে বিভাজন করা দুরস্ত নয়। এই দেখ দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম নারী ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা স্বামীর খিদমত করতেন, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সাংসারিক কাজের অভিযোগ করেন, তিনি তার অভিযোগ আমলে নেন নি।"

২. নারী পর্দা করবে কেন?

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর পর্দা ফরজ করা হয়েছে। বিশেষ করে নারীদের পর্দা রক্ষা করা অতীব জরুরি। পর্দা তাদেরকে অনেক নিরাপদ রাখে, মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। পর্দাশীল নারী বাইরে বের হলে তার প্রতি লোকের নজর তেমন পড়ে না। আর যদি পড়েও যায়, তাহলে

লোকেরা তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে। ওই নারীকে কোনো রকম মানহানি, অপমান, ইভটিজিং করে না। কিন্তু যেসব নারী পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করে তাদের প্রতি সবার দৃষ্টি পড়ে। সহজেই ইভটিজিংয়ের শিকার হয় তারা। কেননা, পর্দাহীন নারী পুরুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। এ সময় শয়তান পুরুষকে নারীর প্রতি অসদাচরণে উৎসাহিত করে।

মহানবী সা: বলেছেন, 'স্ত্রী জাতির পর্দায় গুপ্ত থাকার সত্তা। কিন্তু যখনই তারা পর্দার বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদের দিকে ঝুঁকে' (তিরমিজি)।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো, প্রাচীন জাহেলি যুগের নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শন করো না' (সূরা আজহাব-৩৩)।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ: এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'নারীর প্রকৃত অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। নারী প্রয়োজন ব্যতীত গৃহের বাইরে যাবে না, বরং গৃহেই অবস্থান করবে' (তাফসিরে ইবনে কাসির-৬/৪০৮)।

নারীরা অতি প্রয়োজনে বাইরে বের হতে পারবে কিন্তু পরিপূর্ণ পর্দার সাথে। এ সময় কোনোরূপ বাড়তি সৌন্দর্য প্রদর্শন করা যাবে না। যতটুকু প্রকাশ না করলেই নয় ততটুকুই প্রকাশ করতে হবে। বাড়তি সৌন্দর্য প্রদর্শন তার ইহকাল-পরকাল দু'কালের জন্যই ক্ষতিকর। আল্লাহ বলেছেন, '(হে নবী) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যা সাধারণত (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) প্রকাশিত হয়ে যায় তা ভিন্ন। তারা যেন ওড়না দিয়ে তাদের বক্ষকে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারোর কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে।

হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো'
(সূরা নূর-৩১)।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেছেন, ‘যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়ালে থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ’
(সূরা আজহাব-৫৩)।

পর্দা নারীর জন্য ফরজ। পর্দাশীল নারী সম্মানের পাত্রী। সর্বোপরি, পর্দা নারীর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, পর্দাহীন নারী সবার চোখে খারাপ, অসম্মানের পাত্রী। পর্দাহীন নারী সবার কাছেই নিকৃষ্ট ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে মহানবী সা: বলেছেন, ‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।’ মহানবী সা: পর্দাহীন নারীদের ওপর লানত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: বলেছেন, ‘মহানবী সা: লানত দিয়েছেন সেসব নারীদের যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। অর্থাৎ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে’
(আবু দাউদ-৪০৯৭)।

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- হজরত আলী রা: বর্ণনা করেন, একদা তিনি মহানবী সা:-এর কাছে ছিলেন। তখন নবী সা: সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, ‘মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? তারা চুপ হয়ে গেলেন (কেউ বলতে পারলেন না)। অতঃপর আমি ফিরে এসে ফাতিমার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি?’ তিনি বললেন, ‘কোনো পরপুরুষ তাকে দেখবে না (অর্থাৎ নারী পর্দাবৃত থাকবে)। তারপর আমি এ বিষয়টি মহানবী সা:-এর কাছে উল্লেখ করলাম।’তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই ফাতিমা আমার অংশ, সে সত্য বলেছে’
(মুসনাদুল বাজজার-৫২৬)।

হাদিসেও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী সা: বলেছেন, ‘নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়’ (তিরমিজি-১১৭৩)। পর্দা যেহেতু ফরজ সেহেতু অবশ্যই পালন করতে হবে। কোনোভাবেই এ আদেশ অমান্য করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ ও তার রাসূল সা: কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয় অমান্য করার কোনো অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট’
(সূরা আজহাব-৩৬)।

৩. ইসলামে নারী নবী আসেনি

ইসলামে কোনো নারী নবী আসেনি এবং এটাই সঠিক। কারণ একজন নারীকে যদি নবী হতে হয় তাহলে তাকে সমগ্র মানুষের নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে পুরুষরা হলো পরিবারের প্রধান। সুতরাং পুরুষ যদি পরিবারের প্রধান হয়ে থাকে তবে কিভাবে নারী সমগ্র মানুষের নেতৃত্ব দেবে? এছাড়াও একজন নবীকে নামাজের ইমামতি করতে হয়। আর আপনারা জানেন, নামাজে বেশ কিছু অঙ্গভঙ্গি রয়েছে যেমন- কিয়াম, রুকু, সাজদাহ ইত্যাদি। যদি একজন নারী নবী নামাজের নেতৃত্ব দিত তবে জামাআতের পেছনে যে সকল পুরুষ সলাত আদায় করত এটা তাদের এবং ইমাম উভয়ের জন্যই বেশ বিব্রতকর হত। এখানে আরো অনেক ব্যাপার রয়েছে। যেমন, একজন নবীকে সাধারণ মানুষের সাথে সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়। কিন্তু এটা একজন মহিলা নবীর পক্ষে অসম্ভব। কারণ ইসলাম নারীপুরুষ পরস্পরের মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। যদি মহিলা নবী হতো এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে যদি গর্ভবতী হতো, তবে তার পক্ষে কয়েক মাস নবুওয়াতের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না।

অপরদিকে একজন পুরুষের পক্ষে পিতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা একজন মহিলার মাতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা থেকে তুলনামূলক সহজ। কিন্তু আপনি যদি নবী বলতে শুধু বোঝেন, এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ পছন্দের এবং যিনি পবিত্র ও খাঁটি ব্যক্তি, তবে সেখানে কিছু নারীর উদাহরণ রয়েছে- আমি এখানে উত্তম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করব মারইয়াম আ. এর নাম। তিনি ছিলেন মনোনীত এবং পরিশুদ্ধ। তিনি ছিলেন ঈসা আ. এর মা। সুরাহ আল ইমরানের ৪২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, 'যখন ফেরেশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম! আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন বিশ্বজগতের নারীদের ওপর।'

এছাড়াও সুরাহ তাহরিম-এ ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার কথা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারেন- 'আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর (আছিয়া) অবস্থা বর্ণনা করেছেন।' ফিরাউনের স্ত্রী আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন- 'হে আমার রব! আমার জন্য বেহেশতের মধ্যে আপনার সন্নিকটে ঘর নির্মাণ করে দিন, আর আমাকে ফেরাউন থেকে এবং তার (কুফুরি) আচরণ থেকে রক্ষা করুন, আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোকজন থেকে হিফাজত করুন। (আত-তাহরিম, আয়াত ১১)

৪. অবাধ্য নারী

কোনোভাবেই পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রীকে মন মতো অন্যায়, অপকর্ম ও পাপাচারে লিপ্ত থাকার সুযোগ দিতে পারবে না। কেননা স্ত্রীর পাপাচারের অপরাধে স্বামীকেই জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে।

তাই স্বামীর জন্য এক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করা বা স্ত্রীর ইচ্ছার উপর দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা জায়েজ নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা স্বামীকে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ববান ও দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

‘পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেনে। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান।’ (সুরা নিসা: আয়াত ৩৪)

আয়াতে স্ত্রীর উপর স্বামীকে যে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। স্ত্রীকে পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দায়িত্ব পালনকালে স্ত্রীর সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে, তা-ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনকালে কোনো স্বামী যদি তা যথাযথভাবে পালন করতে অবহেলা করে, তবে স্বামীকে আল্লাহর কাঠগড়ায় জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। হাদিসে এসেছে-

হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনো করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘জেনে রাখ! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার (স্ত্রী-সন্তানদের) উপর দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।’ (মুসলিম)

তাই আল্লাহর জবাবদিহিতা ও জাহান্নামের আগুণ থেকে মুক্ত পেতে স্বামীকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। যখনই কোনো স্ত্রী অপরাধ কিংবা স্বামী-সন্তানের অধিকার লঙ্ঘনের মতো কোনো কাজে জড়িত হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক পথে ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে। কোরআনে বর্ণিত স্বামীর দায়িত্ব হলো-

- **স্ত্রীকে উত্তম উপদেশ দেয়া**

স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখলেই কোনো স্বামীরই উচিত নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে যাওয়া। বরং নিজেকে সংযত রেখে স্ত্রীকে মিষ্টি ভাষায় ভালোবাসার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা কিংবা উপদেশ দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোনো কারণে স্ত্রী ভুল ধারণায় থাকলে যথাসম্ভব তা দূর করার চেষ্টা করা। স্বামী নিজেকে সংযত রাখার পাশাপাশি স্ত্রীর অন্যায়গুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা। তাদের অন্যায় আচরণে ছাড় দেওয়া এবং মায়া-মমতার মাধ্যমে যতদূর সম্ভব দাম্পত্য জীবন স্থায়ী করার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

ফলে স্ত্রী যদি হৃদয় দিয়ে স্বামীর এ অনুভূতি উপলব্দি করতে পারে তবে সে সংশোধন হয়ে যাবে। সঠিক পথে ফিরে আসবে। তখন স্ত্রীর প্রতি বিকল্প কোনো মনোভাব প্রকাশ করা যাবে না। কিংবা তাকে হেয় করা যাবে না। কেননা স্বামীর জন্য স্ত্রী একান্ত আপন এবং একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু।

- **শয্যা ত্যাগ করা**

উত্তম উপদেশ দেওয়ার পরও যদি স্ত্রী অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে। তবে কোরআনের নির্দেশ হলো তার থেকে বিছানা আলাদা করে দেওয়া। অধিকাংশ স্ত্রীরা স্বামীর বিছানা আলাদা করে দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারে না। এটি স্ত্রীদের জন্য অনেক বড় কষ্টের এবং আত্ম-সম্মানবোধের বিষয়। কোরআনুল কারিমের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে স্ত্রীর সঙ্গে রাগ-অনুরাগ, অভিমান প্রকাশ করার জন্য স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীর শয্যা ত্যাগ করা। একসঙ্গে একত্রে রাতযাপন থেকে বিরত থাকা। স্ত্রীর ঘুমানোর জায়গা পৃথক করে দেওয়া।

এতেই যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায় এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। এ নির্দেশনায় এসেছে কোরআনে- 'স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও। তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর।'

- **মৃদু প্রহার করা**

স্ত্রী যদি স্বামীর দেওয়া উত্তম উপদেশ ও বিছানা আলাদা করার পরও অবাধ্য থাকে তবে তাকে সংশোধন করার জন্য স্বামীর প্রতি কোরআনের দিকনির্দেশনা হলো, তাদের মৃদু প্রহার করা। আল্লাহ তাআলা বলেন- 'স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও। তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর। অতঃপর তাদের সামান্য প্রহার কর।'

মৃদু মারধর সম্পর্কে মুজামে তাবরানিতে এসেছে- 'এমনভাবে হালকা প্রহার করবে, যাতে শরীরে কোনো যখম বা ক্ষত না হয়। তবে এক্ষেত্রে মুখে এবং লজ্জাস্থানে কখনো প্রহার করা যাবে না।'

- **বিকল্প পথ অনুসরণ করা**

প্রথম তিন ব্যবস্থায় স্ত্রী সঠিক পথে না আসলে কোরআনুল কারিমের নির্দেশনা বিকল্প পথ অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। আর তাহলো উভয় পক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে সালিশ বসা। যখন উপদেশ, বিছানা আলাদা করা এবং মৃদু প্রহারে কোনো কাজ না হয়; তখন ইসলামের নির্দেশনা হলো- উভয় পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সালিসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।' (সুরা নিসা: আয়াত ৩৫) [6]

৫. গান-বাদ্য না শোনা

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. 'ইগাসাতুল লাহফান': (১/২৪২, ২৪৮, ২৬৪ ও ২৬৫) গ্রন্থে বলেন: "শয়তানের একটি ষড়যন্ত্র, যার দ্বারা সে দুর্বল দীনদার, সামান্য বিবেক ও অল্প ইলমের ধারকদের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করে, মূর্খ ও বাতিলপন্থীদের অন্তর শিকার করে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মুখের শীষ, হাততালি ও হারাম বাদ্য-যন্ত্রসহ গান, যা অন্তরকে কুরআন থেকে বিমুখ করে পাপাচার ও অপরাধে জড়িত করে। এগুলো মূলত শয়তানের কুরআন ও রহমান থেকে কঠিন

অন্তরায়, যিনা ও সমকামিতার মন্ত্র। এসব দ্বারা পাপাচারী আশেক তার প্রেমিকা থেকে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হাসিল করে...
অতঃপর তিনি বলেন: নারী ও কিশোরদের কণ্ঠ থেকে এসব শ্রবণ করা আরো হারাম ও দীনকে কঠিনভাবে ধ্বংসকারী...

অতঃপর বলেন: এতে সন্দেহ নেই যে, আত্মসম্মানী লোক স্বীয় পরিবারকে গান থেকে দূরে রাখে, যেমন তাদেরকে দূরে রাখে সন্দেহপূর্ণ বস্তু থেকে।

তিনি আরো বলেন: প্রেমিক ও আশেক মহলে প্রচলিত যে, তাদের জন্য নারীকে হাসিল করা কঠিন হলে তারা নারীকে গান শোনাতে চেষ্টা করে, তখন সে বিগলিত হয়। কারণ, নারীরা আওয়াজ দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়। গানের আওয়াজ তাদের অনুভূতি শক্তিকে দু'ভাবে ক্রিয়াশীল করে: শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে।

তিনি বলেন: এসবের সাথে যদি দফ, যুবতী ও নাচ সঙ্গী হয়, তাহলে তো জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। যদি নারীরা গান দ্বারা গর্ভবতী হত, তবে অবশ্যই এসব গান তার উপযুক্ত ছিল। আল্লাহর কসম, গানের কারণে বহু সম্ভ্রান্ত নারী পতিতা হয়েছে!!"
হে মুসলিম নারী তুমি আল্লাহকে ভয় কর, চরিত্র বিনষ্টকারী রোগ অর্থাৎ গান শ্রবণ থেকে দূরে থাক, যা মুসলিম সমাজে বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপায়ে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে, আর মূর্খ নারীরা তা সংগ্রহ করে নিজেদের মাঝে আদান-প্রদান করছে।

৬. কারণ ছাড়া তালাক তলবকারী নারীর শাস্তি

সাওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

"যে কোনো নারী কোনো কারণ ছাড়াই স্বামীর নিকট তালাক তলব করল, তার ওপর জান্নাতের সুগন্ধি হারাম"। [7]

কারণ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দীয় হালাল হচ্ছে তালাক, প্রয়োজন হলেই তার স্মরণাপন্ন হবে, অন্যথায় তলব করা মাকরূহ। কারণ, তার পশ্চাতে সৃষ্ট ক্ষতি কারো নিকট অস্পষ্ট নেই। প্রয়োজনের তালাক, যেমন স্বামীর হক আদায়ে স্ত্রীর অস্বীকৃতি জানানো, যার ফলে স্বামী স্ত্রী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ

“অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৯]

অপর আয়াতে বলেন:“যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করবে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারা যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাকের দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”।

[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৬-২২৭]

৭. অভিভাবক ব্যতীত নারীর বিয়ে বৈধ নয়

নারীকে তার উপযুক্ত স্বামী গ্রহণ করার অর্থ তাকে মুক্ত স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া নয় যে, যাকে ইচ্ছা সে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে, যার বিয়ের খারাপ প্রভাব পড়ে তার আত্মীয় ও পরিবারের ওপর। নারী অভিভাবকের সাথে সম্পৃক্ত, অভিভাবক তার ইচ্ছাকে দেখবে এবং তাকে সঠিক পথ বাতলাবে, তার বিবাহের দায়িত্ব নিবে, সে নিজে নিজের আকদ সম্পন্ন করবে না, যদি সে নিজের আকদ নিজে সম্পন্ন করে বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

"যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল"।[8]
ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। অন্যান্য সুনান গ্রন্থে রয়েছে:

لا نكاح إلا بولي

"অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিয়ে নেই"।[9]

এ দু'টি হাদীস ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস প্রমাণ করে যে, অভিভাবক ব্যতীত নারীর বিয়ে বৈধ নয়। বিয়ে নেই অর্থ বিয়ে শুদ্ধ নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন: আহলে ইলমগণ এ হাদীসের ওপর আমল করেন। যেমন উমার, আলী, ইবন আব্বাস ও আবু হুরায়রা প্রমুখগণ। ফহীহ তাবে'ঈদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। তারা বলেছেন: অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিয়ে নেই। এটিই ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাকদের কথা"।[10]

৮.আল্লাহর কাছে সব থেকে অপ্রিয় বৈধ বিষয়

বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী আজীবন একসঙ্গে কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ এই পথ চলায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যায় অনেক সময়। এটা স্বাভাকি জীবনের অংশ। কখনো এমন কিছু হলে নিজেরাই তা মিটমাট করে নেওয়া উচিত। কিন্তু তা যদি বড় আকার ধারণ করে, তখন দুই পরিবার আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টার কথা বলা হয়েছে কোরআনে।

বর্ণিত হয়েছে, 'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রী) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ

তাদের মধ্যে মিমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।' -(সূরা আন নিসা: ৩৫)
এরপরও যদি কোনও দম্পতির একসঙ্গে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে এই ব্যবস্থা রাখা হলেও তালাক প্রদানে কখনোই উৎসাহ দেওয়া হয় না। এটা নিতান্তই নিরুপায় অবস্থা থেকে উত্তরণের একটা অপছন্দনীয় পথ। বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করা সমাজেও যেমন কারও কাছে কাম্য নয়, তেমনি ইসলামেও কাম্য নয়। ইসলামে এটাকে বলা হয়েছে 'সর্বনিকৃষ্ট হালাল।

হজরত মুআররিফ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে হালাল বিষয়ের মধ্যে তালাকের চেয়ে অধিকতর ঘৃণিত আর কিছু নেই।' (আবু দাউদ : ২১৭৭)।

আল্লামা তীবি (রহ.) বলেন, তালাক ইসলামে বৈধ হলেও তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়, কেননা শয়তানের কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। সুতরাং শয়তানের প্রিয় কাজ আল্লাহর কাছে কখনো পছন্দনীয় হতে পারে না।

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা বিয়ে করো, কিন্তু তালাক দিয়ো না। কেননা তালাক দিলে তার দরুন আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে।' (আকামুল কুরআন, ৩৯ খ-, পৃষ্ঠা : ১৩৩)

দাম্পত্য জীবনে দুইজন মানুষের একসাথে মানিয়ে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ইসলামে। এক্ষেত্রে পুরুষদের সহনশীল ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে বলা হয়ছে। আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন 'তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করবে।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৯)

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম।' (মিশকাত, পৃষ্ঠা : ২৮১)।

এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হলে তার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে তাদের সন্তানদের ওপর। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ অনিশ্চিত করে দেয় অনেক ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ। তারা সবসময় একধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকে। তাই নারী-পুরুষ উভয়ের কর্তব্য তালাক থেকে দূরে থাকা।

তালাক দেওয়ার ক্ষমতা যেহেতু পুরুষের, তাই পুরুষকে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে খুবই সংযমী হতে হবে। অন্যদিকে নারীর ব্যাপারেও হাদিস শরিফে এসেছে, ‘যে নারী স্বামীর কাছে বিনা কারণে তালাক প্রার্থনা করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত হারাম।’ (ইবনে মাজা : ২০৫৫) । [11]

৯. দাম্পত্য ও অধিকার

নারী পুরুষদের নেত্রী হতে পারে না। নেতার অর্ধাঙ্গিনী, রানী বা রাজমাতা হয়েই তো নারীর বিরাট গর্ব।

‘অতএব জাগো জাগো গো ভগিনী,
হও বীরজায়া বীর-প্রসবিনী।’

ইবাদতেও স্বামী স্ত্রীর ইমাম। স্বামী অশিক্ষিত এবং স্ত্রী পাকা হাফেয-কবারী হলেও ইমামতি স্বামীই করবে।পরন্তু স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে (জামাআত করে) নামাজ পড়বে।
স্বামীর উপর স্ত্রীর অন্যতম অধিকার এই যে, বিপদ আপদ থেকে স্বামী তাকে রক্ষা করবে। স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি স্বামী শত্রুর হাতে মারা পরে, তবে সে শহীদের দর্জা পায়।

অনুরূপ স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করাও তার এক বড় দায়িত্ব। তাকে দ্বীন, আকীদা, পবিত্রতা, ইবাদত, হারাম, হালাল, অধিকার ও ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে সৎকাজ করতে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দিয়ে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই দেবে।
মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও; যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর ।”

স্ত্রীর ধর্ম, দেহ, যৌবন ও মর্যাদায় ঈর্ষাবান হওয়া এবং এ সবে কোন প্রকার কলঙ্ক লাগতে না দেওয়া স্বামীর উপর তার এক অধিকার। সুতরাং স্ত্রী এক উত্তম সংরক্ষণীয় ও হিফাজতের জিনিস। লোকের মুখে-মুখে, পরপুরুষদের চোখে-চোখে ও যুবকদের মনে-মনে বিচরণ করতে না দেওয়া; যাকে দেখা দেওয়া তার স্ত্রীর পক্ষে হারাম তাকে সাধারণ অনুমতি দিয়ে বাড়ি আসতে-যেতে না দেওয়া সুপুরুষের কর্ম।
আর এর নাম রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামী নয়। বরং এটা হল সুপুরুষের রুচিশীলতা ও পবিত্রতা। নারী-স্বাধীনতার নামে যারা এই বল্গাহীনতা ও নগ্নতাকে ‘প্রগতি’ মনে ক’রে আল্লাহ-ভক্তদের ‘গোঁড়া’ বলে থাকে, শরীয়ত তাদেরকেই ‘ভেঁড়া’ বলে আখ্যায়ন করে। আর ‘ভেঁড়া’ বা স্ত্রী-কন্যার ব্যাপারে ঈর্ষাহীন পুরুষ জান্নাতে যাবে না।
নিজের ইচ্ছামত এ ঘর-ও ঘর, এ পাড়া-ও পাড়া, এ মার্কেট সে মার্কেট যেতে স্বামী তার স্ত্রীকে বাধা দেবে। কোন প্রকার নোংরামী, অশ্লীলতা, গান-বাজনা, সিনেমা-থিয়েটারে নিজে যাবে না, স্ত্রীকেও যেতে দেবে না। নোংরা টেলিভিশন ও ভিডিও বাড়িতে রাখবে না। রেডিওতে গান-বাজনা শুনতে দেবে না। পর্যাপ্ত কারণ বিনা এবং আপোসের চুক্তি ও সম্মতি ছাড়া চার মাসের অধিক স্ত্রী ছেড়ে বাইরে থাকবে না। যেহেতু পুরুষের যৌনপ্রবৃত্তি যেমন, ঠিক তেমনি নারীরও। পুরুষের যেমন নারীদেহ সংসর্গলাভে পরমতৃপ্তি, অনুরূপ নারীও পুরুষের সংসর্গ পেয়ে চরম তৃপ্তি উপভোগ করে থাকে। অতএব প্রেমে অনাবিলতা বজায় রাখতে নারীকে হিফাযত করা পুরুষের জন্য ফরয এবং তা এক সুরুচিপূর্ণ কর্ম। পানি বা শরবতে সামান্য একটা পোকা বা মাছি পড়লে তা পান

করতে কারো রুচি হয় না; আর নিজ স্ত্রীর সৌন্দর্য ও প্রেমে অপরের কাম বা কুদৃষ্টি, মন্তব্যের মুখ ও কামনার মন পড়লে তাতে কি করে রুচি হয় সুপুরুষের? সুতরাং যে পুরুষের অনুরূপ সুরুচি নেই সে কাপুরুষ বৈ কি?

হিজরী ২৮৬ সনে 'রাই'এর কাযীর নিকট এক মহিলা মুকাদ্দামা দায়ের করল। তার অভিভাবকের সাথে মিলে স্বামীর বিরুদ্ধে সে তার মোহরানা বাবদ ৫০০ দিরহাম আদায় না দেওয়ার অভিযোগ করল। কাযী সাক্ষী তলব করলে সাক্ষী উপস্থিত করা হল। কিন্তু সাক্ষিদাতারা মহিলাটিকে চেনার জন্য তার চেহারা দেখাতে অনুরোধ জানালো। এ খবর স্বামীর কানে গেলে কাযীর সামনে বলল, 'আমি স্বীকার করছি যে, ৫০০ দিরহাম আমার স্ত্রীর পাওনা। আমি যথাসময়ে তাকে তা আদায় করে দেব। সাক্ষীর দরকার নেই। ও যেন চেহারা না খোলে!'

এ খবর স্ত্রীর নিকট গেলে সেও আল্লাহ অতঃপর কাযীকে সাক্ষী রেখে বলল, 'আমিও আমার স্বামীর নিকট থেকে প্রাপ্য উক্ত মোহরানার দাবী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য ওকে ক্ষমা করে দিচ্ছি!'

এ শুধু এ জন্য যে, পর্দার মান ও মূল্য আছে নারীর কাছে, আর স্বামীর আছে যথাযথ ঈর্ষা। তাই চেহারা খুলে বেআবরু করতে সকলেই নারাজ। এটাই তো সুরুচিপূর্ণ মুসলিম দম্পতির পরিচয়। একটি সত্য কথা এই যে, মহিলা ঈর্ষাবান পুরুষকে অপছন্দ করে। কিন্তু যে তার ব্যাপারে ঈর্ষাবান নয়, তাকে সে আরো বেশী অপছন্দ করে।

স্ত্রীকে খামাখা সন্দেহ করাও স্বামীর উচিৎ নয়। বৈধ কর্মে, চিকিৎসার জন্য বা অন্যান্য জরুরী কাজের জন্য পর্দার সাথে যেতে না দিয়ে তাকে অর্গলবদ্ধ করে রাখাই হল অতিরঞ্জন ও গোঁড়ামী। তাছাড়া এমন অবরোধ প্রথায় ইসলামের কোন সমর্থন নেই।

পক্ষান্তরে স্ত্রীকে সন্দেহ করলে দাম্পত্য জীবন তিক্ত হয়ে উঠে। কারণ দাম্পত্য সুখের জন্য জরুরী; স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের আমানতদারী, হিতৈষিতা, সত্যবাদিতা, অন্তরঙ্গতা, অনাবিল প্রেম, বিশ্বস্ততা, নম্রতা, সুস্মিত ব্যবহার ও বাক্যালাপ, একে অপরের গুণ স্বীকার। আর সন্দেহ এসব কিছুকে ধবংস করে ফেলে। কারণ সন্দেহ এমন জিনিস যার সূক্ষ্মতম শিকড় একবার মনের মাটিতে সঞ্চালিত হয়ে গেলে তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না টেনে-ছিঁড়ে ফেলা হয়, ততক্ষণ সে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকে এবং সম্প্রীতি ও সুখের কথা ভাবতেই দেয় না।

এই সন্দেহের ফলশ্রুতিতেই বহু হতভাগা স্বামী তাদের স্ত্রীদেরকে ভাতের চাল পর্যন্ত তালাবদ্ধ রেখে রান্নার সময় মেপে রাঁধতে দেয়! বলাই বাহুল্য যে, কথায় কথায় এবং কাজে কাজে স্ত্রীকে সন্দেহ করলে সে স্বামীর সংসার নিশ্চয় এক প্রকার জাহান্নাম।

১০. পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের করুণ অবস্থা

বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা বিশ্বের সামনে মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, আমাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ তথা ইসলামী শরী'আত এবং তাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ ও তাদের শরী'আত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান অর্জন না করে এবং কোনো বাছ-বিচার ও যাচাই বাছাই ছাড়াই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। বিশেষ করে নারীদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অনুসরণ করছি, অথচ আমাদের শরী'আত ও তাদের শরী'আতে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। মুসলিম ও ইসলামী শরী'আত বাদ দিয়ে কোনো সময় এমন কোনো কাজ সমর্থন করতে পারে না, যে কাজে পারিবারিক বন্ধনে ভাঙ্গন বা বিভেদ সৃষ্টি করে অথবা নারীর ইজ্জত সম্মানে আঘাত হানে অথবা নারীর মাতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা বিপদকে টেনে আনে।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের বেলায় যে সমস্ত আচরণ করা হচ্ছে এবং পুরুষের মতো করে বিনা বাধায় বিনা শর্তে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে বের করে দেখা হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় পরিবারকে ভাঙ্গন ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং নারীদের ইজ্জত সম্মান ও সম্ভ্রমের ওপর আঘাত হেনে তাদের ব্যভিচার ও দেহ-ব্যবসার প্রতি অনুপ্রাণিত করছে। পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের পণ্য হিসেবেই কাজে লাগানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে নেই কোনো সামাজিক বন্ধন এবং নেই কোনো স্নেহ মমতা। পশ্চিমা নারীরা যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন তাদের আর কোনো মূল্যায়ন থাকে না। তারা তখন ঘৃণা ও অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়।

১১.চোখ থেকে পশ্চিমা অপপ্রচারের রঙিন চশমা খুলতে হবে

বিশ্বে এখন নারী-পুরুষ সমতা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। অনেকেই বলেন, ইসলাম নারীকে স্বাধীনতা দেয়নি। সমতা দেয়নি। একদল মানুষ নারীর পক্ষ নিয়ে 'নারীবাদী' হয়ে গেছেন। তাদের দেখাদেখি মুসলিম সমাজেও এ ধরনের চিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে। যার ছায়া এসে পৌঁছেছে আমাদের

বাংলাদেশেও। অনেকের মনেই প্রশ্ন ইসলামে নারীরা পর্দায় কেন? সম্পত্তিতে ভাইয়ের অর্ধেক কেন? দুই নারীর সাক্ষী এক পুরুষের সমান কেন ইত্যাদি। এ বিষয়ে সঠিক বুঝ লাভ করতে হলে, চোখ থেকে পশ্চিমা অপপ্রচারের রঙিন চশমা খুলতে হবে। বুঝতে হবে যে, পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষ সমতার ধারণা ভুল। অতএব, এ ধারণা থেকে চিন্তা করলে ইসলামের সমতার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে না। চিন্তাটি করতে হবে মানুষের স্রষ্টা ও বিধাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নীতি অনুযায়ী। ইসলামে নারী ও পুরুষের মর্যাদা অবশ্যই সমান। এমনকি নানা পর্যায়ে নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি। তবে মানবজীবনে কেবল মর্যাদা দিয়ে জীবনের সবকিছু চলে না। এখানে মর্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে মানুষে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। নারীর মর্যাদা ক্ষমতা ও অধিকার পুরুষের চেয়ে বেশি। কিন্তু দায়িত্ব কম। আবার নারীর একটি দায়িত্ব আছে যা শত পুরুষের দায়িত্বের চেয়ে বড় ও ভারী। এর নাম মাতৃত্ব। এটি কোনো পুরুষ পালন করতে পারবে না। মর্যাদাও এমনই। নবী করিম সা.কে এক লোক প্রশ্ন করল, হযরত আমি কার সেবা করব, নবীজী উত্তরে বললেন, 'তোমার মায়ের'। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, এরপর কার? হযরত জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের'। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল এরপর কার? প্রিয় নবী আবারো জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের'। লোকটি ফের প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল এরপর কার? তখন চতুর্থবারের মতো জবাব দিতে গিয়ে নবী করিম সা. বললেন, তোমার বাবার' (আল হাদিস)। এ প্রশ্নোত্তরে নারীর মর্যাদা যে পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি তা কি স্পষ্ট নয়? এরপর ধরা যাক, নারীর জীবন জীবিকার কথা। পৃথিবীর সব নারী ও তাদের শিশুরা পুরুষদের কাঁধেই আমানত হয়ে আছে। এটি আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। শরিয়তও প্রকৃতি অনুযায়ীই তৈরি। এরপরও নারীর মালিকানা ও নিজ অঙ্গনে কর্তৃত্ব ইসলামে স্বীকৃত। তবে, নারীর মাতৃত্ব, নারীত্ব, সতিত্ব, ঈমান ও সম্মান রক্ষার্থে তাদের সেফটির ওপর জোর দিয়েছে। পুরুষের চালচলন, জীবিকার কঠোর বোঝা, কঠিন দৈহিক শ্রম, অনিরাপদ চলাচল ইত্যাদি থেকে নারীকে দূরে রেখেছে। এটি তার প্রতি অবহেলা নয় বরং তার বিকল্পহীন দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্যই করেছে। কেননা, মানব শিশুর জন্ম, ধারণ-লালন, সংসারের পরিচালনা, পুরুষের শান্তিময় আশ্রয় সবই নারীর কাজ। এ হিসাবে নারীকে সুখি, নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট, পবিত্র ও সুরক্ষিত রাখা ইসলামের অভিপ্রায়। তবে, নারীর মাতৃত্বের প্রয়োজনেই প্রকৃতি তাকে যে বৈশিষ্ট্য, নিয়মিত অসুস্থতা, শারীরিক গঠন, স্বভাবগত মায়াময়তা ইত্যাদি দিয়েছে, সেসব অস্বীকার করে বা বিকৃত করে পুরুষের সঙ্গে নারীর নিঃশর্ত অংশগ্রহণ ইসলামসম্মত নয়। যে জন্য নারী পুরুষে অবাধ মেলামেশা শরিয়তে হারাম। প্রয়োজনে শরিয়তের শর্ত পালন সাপেক্ষে, পর্দা, দৃষ্টি সংযম ইত্যাদি পালন করে আর্থ সামাজিক লেনাদেনা বৈধও রেখেছে। কেবল ইসলামি উম্মাহর ইমারত (খেলাফতের প্রধান) ও মুসলিম জামাতের ইমামত (পুরুষের জামাতের ইমামতি) ছাড়া নারী অন্য সবকিছুতেই ভূমিকা রাখতে পারে। এটি নারীর প্রতি অবজ্ঞা নয়, বরং মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের প্রতি

পরম শ্রদ্ধা। তবে, অধিক স্নেহ, নম্রতা ও কোমলতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভীরুতা, অমনোযোগিতা, পরিবেশ জ্ঞানের স্বল্পতা দরুণ বোধের সীমাবদ্ধতার জন্য (অল্প ব্যতিক্রম ছাড়া) সাধারণত নারীরা সবসময় সবক্ষেত্রে স্বাভাবিক মন-মানসিকতা ধরে রাখতে পারে না। তাই, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য দু'জন মিলে একজনের সমান করা হয়েছে। তবে, এটিও আইনগত ক্ষেত্র ছাড়া জীবনের সব ক্ষেত্রে নয়। এটি উচ্চতর প্রজ্ঞাময় মহান সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্ত। প্রকৃতির ওপর মানুষের যেমন হাত নেই, অভিযোগ নেই, ঠিক তেমনই শরিয়তের ওপরও মানুষের হাত নেই, অভিযোগ নেই, থাকতে পারে না। সুতরাং ইসলামের আলোয় যখন আপনি সব বিষয় দেখবেন, তখন মনে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। কারণ, ইসলাম মহান সৃষ্টিকর্তার বিধান। বান্দাদের সম্পর্কে তার চেয়ে ভালো আর কে জানে। [12]

১২. সম্পত্তি ভাই বোন সমান পায় না

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেনঃ পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান হবে। (উত্তরাধিকারী) যদি দুই জনের বেশি নারী হয় তাহলে সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। আর একজন নারী হলে মোট সম্পদে অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেক ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। আর সে যদি নিঃসন্তান হয় পিতা-মাতাই হয় উত্তরাধিকারী তাহলে মাকে দেয়া হবে তিন ভাগের এক ভাগ। মৃতের ভাই বোন থাকলে মা সেই ছয় ভাগের এক ভাগই পাবে। এসব বণ্টন মৃতের কোনো অসীয়ত থাকলে তা এবং ঋণ থাকলে তা আদায় করার পরে। তোমাদের পিতা-মাতা এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততী, তোমাদের জানা নেই এদের মধ্যে তোমাদের কল্যাণের দিক দিয়ে কারা ঘনিষ্ঠতর। এই বণ্টন ব্যবস্থা ফরয করে দেয়া হয়েছে (তোমাদের জন্য) আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তো সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ অবহিত এবং মহামহীম জ্ঞানের আধার। আর তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে যদি তারা নিঃসন্তান হয়। সন্তান থাকলে তোমরা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির চারভাগের এক ভাগ- তাদের করে যাওয়া অসীয়ত এবং দেনা থাকলে তা সব আদায়ের পরে। আর (তোমরা মরে গেলে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের তারা পাবে চার ভাগের একভাগ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের একভাগ। তা-ও কার্যকর হবে তোমাদের কোনো অসীয়ত এবং দেনা থাকলে তা আদায়ের পর। আর যদি এমন কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক (সম্পদ রেখে মারা যায়) যার না আছে কোনো সন্তান আর না আছে পিতা-মাতা। আছে এক ভাই অথবা এক বোন তাহলে তাদের প্রত্যেক (কোনো পার্থক্য ছাড়া) পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর ভাই বোন যদি দুই এর বেশি হয় তাহলে তারা সবাই

মিলে মোট সম্পদের তিন ভাগের একভাগ পাবে। তা-ও কোনো অসীয়ত এবং ঋণ থাকলে তা আদায়ের পরে। কোনো ভাবেই কারো কোনো ক্ষতি করা বা হতে দেয়া যাবে না। (এসব কিছু) আল্লাহর দেয়া উপদেশ মালা।
আর আল্লাহ সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ অবহিত এবং পরম ধৈর্য্যশীল। (সূরা নিসাঃ ১১-১২)

তারা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন- নিঃসন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে। যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যার কোনো সন্তান নেই, আছে এক বোন। তাহলে সে (বোন) পাবে সম্পদের অর্ধেক আর যদি (এরকম কোনো) বোন মারা যায় তাহলে ভাই পুরো সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধীকারী যদি দুই বোন হয় তাহলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ তারা পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাই বোন হয় তাহলে পুরুষের অংশ নারীর অংশের দু'জনার সমান। আল্লাহ (এই সব জটিল বিষয়গুলো খুলে) স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তোমাদের জন্য যেন তোমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না যাও।
প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই আল্লাহ পূর্ণ অবহিত। (সূরা নিসাঃ১৭৬)

প্রতিপক্ষ পুরুষের তুলনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী সমান অথবা বেশির অধিকারী হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী অধিকারী হয় প্রতিপক্ষ পুরুষের অর্ধেক। যাই হোক এটা কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। মৃত ব্যক্তি এমন,যার পিতা-মাতও নেই, পুত্র কন্যাও নেই। আছে বৈপিত্রীয় ভাই ও বোন। এদের প্রত্যেকে এক ষষ্টমাংশ করে পাবে। মৃতের পুত্র কন্যা থাকলে মাত-পিতা উভয়ে এক ষষ্টমাংশ করে পাবে। ক্ষেত্র বিশেষে নারী উত্তরাধিকার হয় পুরুষে দ্বিগুন। মৃত যদি একজন নারী হয় যার না কোনো সন্তান আছে ভাই বোন, আছে স্বামী এবং মা ও বাবা। এখানে মৃত্যের স্বামী পাবে অর্ধেক সম্পদ এবং পাবে এক তৃতীয়াংশ বাবা পাবে এক ষষ্টমাংশ। বিশেষ এই ক্ষেত্রটিতে বাবার তুলনায় মা দ্বিগুন পাচ্ছে।

নারী সাধারণত পুরুষের অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী হয়

- পুত্র যতটুকু উত্তরাধিকারী হয় কন্যা তার অর্ধেক।
- মৃতের কোনো সন্তান না-থাকলে স্বামী চারের এক অংশ এবং স্ত্রী আটের এক অংশ।
- মৃতের সন্তান থাকলে স্বামী দুইয়ের এক অংশ স্ত্রী চারের এক অংশ।
- যদি মৃতের পিতা-মাতা অথবা সন্তান না থাকে তাহলে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক।

পুরুষ নারীর চাইতে দ্বিগুন সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, কারণ সে পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনের যোগানদাতা।

১৩. স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞের ফল

মহীয়সী নারীদের ব্যাপারে কোরআনে বলা হয়েছে বিভিন্ন পুরস্কারের কথা। শ্রেষ্ঠ মহীয়সী নারী হজরত মরিয়ম (আ.)-কে নিয়েও পবিত্র কোরআনে একটি সূরা নাজিল হয়েছে। কিন্তু তারপরও নারীদের বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তির কারণে নবী করিম (সা.) এরশাদ করেন, নিরানব্বই জন নারীর মধ্যে থেকে একজন নারী জান্নাতে যাবে' আর বাকি সবাই জাহান্নামে যাবো' অপরদিকে বুখারী ও মুসলিম শরিফের আরেকটি হাদিসে, উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম, দেখলাম যারা তাতে প্রবেশ করেছে তারা অধিকাংশ ছিল দুনিয়াতে দরিদ্র ও অসহায়। আর ধনী ও প্রভাবশালীদের আটকে দেয়া হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে যাদের জাহান্নামে যাওয়ার ফয়সালা হয়ে গেছে তাদের কথা আলদা। আর আমি জাহান্নামের প্রবেশ দরজায় দাঁড়ালাম দেখলাম যারা প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই নারী। এ হাদিস মোবারক পাঠ করে মানুষ অনেক পেরেশান হয়ে যান। বিশেষ করে নারী সমাজ। এটা যেহেতু নবী করিম (সা.) এর বাণী। তাই চিন্তা হওয়ারই কথা এবং মনে প্রশ্ন জাগারই কথা যে, নারীরা এত বেশি পরিমাণে কেন জাহান্নামে যাবে? সে প্রশ্নটি রাসূল (সা.) যখন জীবিত ছিলেন, তখন একজন নারী করেছিলেন। মুসলিম শরিফের হাদিসে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছে, হে নারীরা! কেন জাহান্নামে আমার বেশি সংখ্যায় যাবো? রাসূলুলাহ (সা.) বললেন, কারণ তোমার স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও বেশি বেশি অভিশাপ দাও। বলতে খারাপ শোনা গেলেও, আসলে আজ আমাদের সমাজে নারীদের বাস্তব চিত্র অনেকটা এরকমই। যা রাসূল (সা.) বলে গিয়েছেন চৌদ্দশত বছর পূর্বে। দাম্পত্য জীবনে এমন অনেক নারীকে দেখা যায়, যারা স্বামীর সামান্য একটু ভুল হলেই বিগত জীবনে স্বামীর সঙ্গে যে সুখের সংসার করেছে, ভালোবাসায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছে তা বেমালুম হয়ে যায়। তার অবদানকে মুহূর্তে অস্বীকার করে স্বার্মীকে অকৃতজ্ঞের সঙ্গে বলে, তুমি আমার জন্য কি করেছো?

(১) নারীদের মধ্যে ফজরের নামাজ কাজা করাটা খুব বেশি দেখা যায়। এমনকি অনেক দ্বীনদার নামাজি নারীরাও ফজরের নামাজ কাযা করে ফেলে।

(২) অনেক নারীর আরেকটি মারাত্মক ভুল হলো যে, গোসল ফরজ হওয়ার পরেও তারা নাপাক অবস্থায় চলাফেরা করে। নানান কারণে গোসল করতে দেরি করে। এমনটি একেবারে করা উচিত নয়। পাক পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।

(৩) অধিকাংশ নারী পর্দা করার ব্যাপারে উদাসীন যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কোনা বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে তা ভালোভাবে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। বিশেষ করে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে ৯৫ ভাগ মুসলমানদের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে বেপর্দাগিরি আরো বেড়ে যায়।

(৪) দুইজন নারী যখন মিলিত হন তখন তাদের আলোনার বিষয়বস্তু হয় তৃতীয়জনের গীবত করা। আর অধিকাংশ নারীদের স্বভাবই এমন যে, তারা কয়েকজন একত্র হলে কথা না বলে থাকতে পারে না। আর কথার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে গীবত অর্থাৎ পরনিন্দা করা। আর গীবত করতে করতে অনেক নারী জাহান্নামের দরজায় পৌঁছে যায়। এক বাদশাহর ঘটনা, তিনি ঘোষণা দিলেন যদি কেউ চমৎকার করে মিথ্যা বলতে পারে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। যে যত মনের মাধুরী মিশিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারবে তাকে শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দেয়া হবে। তখন সবাই মনের মাধুরী মিশিয়ে মিথ্যা গল্প বলতে আরম্ভ করল। অবশেষে একজন বলল আমি এক জায়গায় অনেক নারীকে বসে থাকতে দেখলাম কিন্তু সেখানে সবাই চুপচাপ তারা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। তখন বাদশাহ উচ্চ স্বরে হেঁসে উঠলেন এবং বললেন, যত মিথ্যা গল্প বলা হয়েছে তার মধ্যে এই গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা নারীরা চুপচাপ এক জায়গায় কখনই বসে থাকে না। তারা অবশ্যই একে অপরের বিরুদ্ধে, স্বামীর বিরুদ্ধে, ননদের বিরুদ্ধে, শাশুড়ির বিরুদ্ধে অথবা নিজের পূত্রবধূর বিরুদ্ধে গীবত করে শিকায়াত করতেই থাকে। আল্লাহ আমাদের মা-বোনদের গীবতের শিকায়াত থেকে রক্ষা করুন । তার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেবে।

(৫) অধিকাংশ নারীরা খুবই কৃপণ হয়ে থাকে। দান-সদকা করতে খুবই কৃপণতা করে থাকে। যদি নারীরা বেশি বেশি সদকা করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। কোনো নারী যদি ভুলক্রমে কোনো অন্যায় করে ফেলে তাহলে ভুল স্বীকার করতেও লজ্জা পায়, দেরি করে। অথচ দুনিয়ায় ক্ষমা চাওয়াটা খুব সহজ। কিন্তু কেয়ামতের দিন এর জবাব দেয়াটা খুব কষ্টকর। [13]

১৪. নারী কেন ৪টি বিয়ে করতে পারবে না

একজন মহিলা-ও ৪ টি বিবাহ করতে পারবে। এজন্য ইদ্দত পালন করতে হবে ৪ মাস ১০দিন। কোনো নারীর স্বামী যদি মারা যায় অথবা তাকে তালাক দেওয়া হয়, তাহলে তিনি এর পর পরই অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন না। কারণ, ঐ নারীর গর্ভে আগের স্বামীর সন্তান আছে কিনা সেটা নিশ্চিত হতে হবে। পারবেনা এর কারণ,,, ইসলাম মেয়েদের বিবাহ করতে অধিকার দেয়নি।এটা অন্য ধর্মে হতে পারে। একজন পুরুষ যদি এক রাতে ৩০ জন মহিলার সাথে শারীরিক মেলামেশা করে এবং এর মধ্যে যদি ১ জন মহিলা গর্ভবতী হয় তবে ওই মহিলা বলতে পারবে সন্তানের বাবা কে।কিন্তু ১ জন মহিলা যদি ৩০ জন পুরুষের সাথে শারীরিক মেলামেশা করে এবং সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সে বলতে পারবে না সন্তানের বাবা কে।তাই পারবেনা। না পারার কারণ একটা লজিক দিয়ে আপনাকে বলি: ধরেন কোন মহিলার ৪ জন স্বামী।এখন যদি ঐ মহিলার পেটে কখন বাচ্চা আসে তাহলে আপনি কিন্তু বলত পারবেন না কোন স্বামী দ্বারা এই বাচ্চা পেটে আসল। বাট একটা পুরুষের ৪ জন স্ত্রী থাকলে যদি তাদের ৪ জনের পেটে বাচ্চা আসে তাহলে সহজেই বোঝা যাবে যে এই বাচ্চা গুলো সেই একজন স্বামী থেকে এসেছে। এই লজিক থেকে বলা যায় যে এসব কারণেই মহিলারা চারজন স্বামী বিয়ে করতে পারবে না। [14]

১৫. পুরুষের মত মহিলা বক্তার ওয়াজ করে না

জাকির নায়েক এবং তসলিমা নাসরিন উভয়েই মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। উভয়েই মেডিকেলে পড়ালেখা করেছেন। তসলিমা নাসরিনের লেখাগুলো বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের

বিরুদ্ধে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এগুলো ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের জন্য বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণার জন্য এক মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য তসলিমা নাসরিনকে ভারত আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। অপরদিকে জাকির নায়েক একটা ইসলাম প্রচারক। আমার দেখা মতে তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সবচেয়ে ভালো বক্তা। তিনি ইসলাম ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের সাদৃশ্য উপস্থাপন করে জনপ্রিয় হয়েছেন। আমি নিজেও তার বক্তব্য শুনে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। জাকির নায়েক যেহেতু মুসলমান এবং ভারতে বেশ সফলভাবে ইসলাম প্রচার করছেন এই বিষয়টি কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের পছন্দ হয়নি।

তাছাড়া তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে জাকির নায়েককে প্রতিরোধ করার মতো অন্য কোনো অমুসলিম স্কলারও নেই। তাই তার বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো হয়েছে এবং খোঁড়া অজুহাতে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। তার কষ্টে গড়া প্রতিষ্ঠানকে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে।

মূলত ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্যই ভারত সরকার জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে লেগেছে। ভারতে মহিলার ইমামতিতে নামাজ পড়ানোর ঘটনা নিয়ে যখন আলেম সমাজে তোলপাড়! ঠিক তখনই সেই রেশ কাটতে না কাটতে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মহিলাদের প্রকাশ্যে স্টেজ বানিয়ে ওয়াজ করার ঘটনা ঘটেছে। জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে এই মহিলাদের কথিত এই ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ওই গ্রামের ফকির মাহমুদ বিশ্বাস এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় দুই দিনব্যাপি এই ওয়াজ মাহফিলে আয়োজন করে। গত মঙ্গলবার কথিত মাহফিলে প্রধান হিসাবে উপস্থিত ওয়াজ নসিয়ত করেন অন্ধ বক্তা নার্গিস পারভীন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মোছাঃ আশুরা খাতুনে নামের আরেক মহিলা বক্তা। আলফাজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, কুলবাড়িয়া জামে মসজিদের ইমাম মো. আকিদুল ইসলাম। মহিলাদের ওয়াজ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে, শরিয়তে মহিলাদের নিচু কন্ঠ ও পর্দা করার বিধান রয়েছে। যদি প্রয়োজনে কথা বাইরে যেতেই হয়, তবে সেটা কর্কষ কণ্ঠে, আর এটাই ফিকাহ'র মাছলা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঝিনাইদহের কয়েকজন ইমাম জানান, এটা শেষ জামানার ফেতনা। ওরা দজ্জালের চেলা। এই বৈঠকে যাওয়া ও নসিয়ত শোনাও হারাম। মাওলানা হাসান মাহমুদ নামে এক আলেম জানান, আওরাত মানে গোপনীয়। যা চুপিয়ে রাখতে হয়, মহিলারাও ঠিক তাই। তিনি বলেন নারীরা ঘরোয়া পরিবেশে ওয়াজ করতে পারবেন। তবে সেখানে সবাই মেয়েরা থাকবেন। কিন্তু হরিণাকুণ্ডুতে যা হয়েছে তা ন্যাক্কারজনক ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। [15]

১৬. মহিলা কি রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন?

আমার সীমিত জ্ঞান মতে এরূপ কোন আয়াত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান নেই যেখানে বলা হয়েছে একজন নারী কোন দেশের রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারবে না । কিন্ত অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

সে জাতি কক্ষনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, এ হাদীসগুলোর সম্পর্ক সে মহিলার সঙ্গে, অর্থাৎ এ নির্দেশ সে নারীর জন্য নির্দিষ্ট, যে পারস্যের শাসনকর্তা ছিল । অবশ্য অন্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত ভিন্ন । তারা ঐ হুকুম সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য মনে করেন ।

এবার আসুন পর্যালোচনা করে দেখা যাক ইসলাম ধর্মে একজন মহিলা রাষ্ট প্রধান হতে পারবে কিনা?

যদি কোন নারী আধুনিক সমাজের কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হন, প্রায় দেখা যাবে সে রাষ্ট্রপ্রধান বিভিন্ন মিটিং করছেন অন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে । যারা হতে পারে পুরুষ । আর মাঝে মধ্যেই তারা ক্লোজ ডোর মিটিং করে । যেখানে অন্য কেউ ঢুকতে পারে না । যদি একজন মহিলা আরেকজন পুরুষের সাথে ক্লোজ ডোর মিটিং করে ইসলাম এটার অনুমতি দেয় না । ইসলাম বলে যে একজন মহিলা কোন পর পুরুষের সাথে একা থাকতে পারবে না, মিটিং করতে পারবে না । ইসলাম কোন নারীকে গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে একাকী সাক্ষাতের অনুমতি দেয় নি । অনেক সময় তাকে দেশের প্রয়োজনে অন্য দেশের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে । হতে পারে সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ । ইসলাম কিন্ত এরুপ সাক্ষাতের অনুমতি দেয় নি । ইসলাম পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশার অনুমতি দেয় না । প্রয়োজনে দেশের প্রধান হিসেবে নারীকে সাধারন সভা সমাবেশেও থাকতে হবে । একজন রাষ্ট্র প্রধানের ছবি বিভিন্ন সময়ে প্রচার করা হয় । তার ছবি তোলা হয়। তার ভিডিও তৈরী হয় । খুব কাছ থেকে ক্যামেরা ধরা হয় । সেখানে অন্য রাষ্ট্র প্রধানও থাকতে পারে । অন্য পুরুষ লোকও থাকতে পারে । ঐ ছবিতে সে গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে থাকবে । তখন এই মহিলা রাষ্ট্র প্রধান, হতে পারে সে মার্গারেট থ্যাচার অথবা অন্য যে কেউ ছবিতে দেখবেন অনেক পুরুষের সঙ্গে তারা হ্যান্ডশেক করছেন, তাকে গায়রে মাহরামের সঙ্গে থাকতে হবে । ইসলাম পুরুষ ও নারীর এ ধরনের মেলামেশা কে অনুমতি দেয় না । । রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মধ্যেই দেশের সাধারণ মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন । যদি মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হন তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে এভাবে সাক্ষাৎ করা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে ।

আর বিজ্ঞান আমাদের বলে যে মহিলাদের ঋজ স্রাবের সময় কালে তাদের মানসিকতা আর ব্যবহারে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায় । কারণ এ সময় তাদের সেক্স হরমন গুলো বের হয়ে

যায় । আর তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হলে এই পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে তার সমস্যা হতে পারে । এছাড়াও বিজ্ঞান আমাদের বলে যে মহিলারা তারা পুরুষদের তুলনায় কথা বার্তা বলায় বেশী পারদর্শী । আর পুরুষরা তাদের রয়েছে বিশেষ কিছু মানসিক ক্ষমতা । বিশেষ ক্ষমতা মানে পুরুষরা বেশি কল্পনা করতে পারে । যে ভবিষ্যতে কি হবে । ভবিষ্যতের ঘটনা গুলো কল্পনা করতে পারে । আর রাষ্ট্রপ্রধান হলে এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতা গুলোর প্রয়োজন রয়েছে । একজন মহিলা সে একজন পুরুষের চাইতে কথাবার্তা বলায় বেশি পারদর্শী । যেটা একজন মায়ের জন্য খুবই প্রয়োজন । একজন মহিলা তিনি অন্ত:সত্বা হয়ে যেতে পরেন । তখন তার কয়েক মাস বিশ্রামের প্রয়োজন হয় । সে সময় কে সেই রাষ্ট্রের দেখাশোনা করবে? তার সন্তান থাকতে পারে । মা হিসেবে এই দায়িত্ব টা খুবই ইম্পর্টেন্ট । আর এই কাজটা একজন পুরুষের জন্য সুবিধাজনক কারণ তিনি একই সাথে সন্তানের বাবা আর রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন । কিন্ত একজন মহিলার পক্ষে একই সাথে মা আর রাষ্ট্র প্রধান হওয়াটা সুবিধাজনক নয় । আমিও সেই সব বিশেষজ্ঞদের মতই বলবো মহিলাদের কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত নয় ।

কিন্ত তার মানে এই না যে মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারবেন না । আর আমি আমার লেকচারে আগেও বলেছি যে আইন প্রণয়নে সময় সে অংশ নিতে পারে । তার ভোট দেয়ার অধিকার আছে । আর আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি , হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালমা (রা:) নবী করিম (সা:) কে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন - যখন সব মুসলমান অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন ।আপনারা জানেন, দেশের প্রধান হয়তো প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি হয়, কিন্ত অনেক সময় সচিব বা একান্ত সহায়ক কে সিদ্ধান্ত নিতে হয় । [16]

১৭. বাবা পরিবারের কর্তা

ইসলাম মানবসমাজের ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং উন্নতির পথ বাতলে দিয়েছে। আর ইসলাম হচ্ছে দায়িত্ব পালনের নাম, অর্থাৎ যার যার অধিকার তাকে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়াই হলো একজন মুসলিমের কাজ।

এই অধিকার দুই ধরনের—এক. আল্লাহর হক বা অধিকার, দ্বিতীয় হলো বান্দার হক। এই দুটি হক বা অধিকার সঠিকভাবে তার প্রাপ্যকে পৌঁছে দেওয়াই হলো ইসলাম ও শরিয়ত। আমরা এখানে বান্দার হকবিষয়ক একটি শাখার আলোচনা করব, তা হচ্ছে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের হক এবং অধিকারবিষয়ক। বিশেষ করে বর্তমানে নিকটাত্মীয়দের ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভারের অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও তাদের দেখভাল করা আল্লাহ তাআলার একটি মহান বিধান। কোরআন-হাদিসে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার অসিলা দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আত্মীয়তার অধিকার প্রার্থনা করো।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১)
অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, 'আর আত্মীয়-স্বজনরা একে অন্যের তুলনায় অগ্রগণ্য, আল্লাহর কিতাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী।' (সুরা : আনফাল, আয়াত : ৭৫)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার রিজিকের প্রশস্ততা ও হায়াত বৃদ্ধি চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারি : হাদিস ২০৬৭)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি : হাদিস ৫৯৮৪)

নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ খরচ বহনের বিষয়টি আমাদের কাছে শুধু একটি পার্থিব বিষয় মনে হলেও এটি একটি মহান দ্বিনি দায়িত্ব ও কর্তব্য। কোরআন ও হাদিস অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির চেয়ে এ অধ্যায়টিকে কোনো দিক দিয়ে কম গুরুত্ব দেয়নি। নিজের ও পরিবারের জন্য বৈধ রিজিকের সন্ধান করাও একজন মুসলিমের ফরজ দায়িত্ব। হাদিস শরিফে এসেছে, 'হালাল রিজিকের সন্ধান করা অন্যান্য ফরজ ইবাদতের পর অন্যতম একটি ফরজ।' (আল মুজামুল কাবির, হাদিস : ৯৯৯৩)

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'মানুষের সর্বোত্তম মুদ্রা সেটি, যা সে তার পরিবারের খরচে ব্যয় করে।' (মুসলিম : হাদিস ৯৯৪)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘কোনো ব্যক্তি তার পরিবারে যে খরচ করে তা-ও সদকাস্বরূপ, অর্থাৎ এতেও সে সদকার সওয়াব পাবে।’ (বুখারি : হাদিস ৪০০৬) ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যেভাবে বর্তায় ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার দুটি কারণে বর্তায় :

এক. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে, দুই. আত্মীয়তার সম্পর্কে। শরিয়ত বিবাহের পর থেকেই স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য যেসব অধিকার সাব্যস্ত করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো স্ত্রীর ব্যয়ভার গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সন্তানের পিতার ওপর সন্তানের মায়ের জন্য অন্ন-বস্ত্রের উত্তম পন্থায় ব্যবস্থা করা একান্ত দায়িত্ব।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৩৩)
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা স্ত্রীদের জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের ঘরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করো।’ (সুরা : তালাক, আয়াত : ৬)

হাদিস শরিফে স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন, ‘তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পরবে তাকেও পরাবে। চেহারায় কখনো প্রহার করবে না, অসদাচরণ করবে না।’ (আবু দাউদ : হাদিস ২১৪২)

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পরিমাণ ভরণ-পোষণের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়ত পরিমাণ নির্ধারিত করে দেয়নি। বরং শরিয়তের ভাষায় স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। এই পরিমাণ পরিবেশ-পরিস্থিতি ও স্বামীর সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। (আলমুহিতুল বুরহানি : ৩/৫২৯-৫৩০, ফাতহুল কাদির : ৩/১৯৪)

কোরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা স্ত্রীদের জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের ঘরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করো।’ (সুরা : তালাক, আয়াত : ৬)

মহানবী (সা.) বিদায় হজের ভাষণে দীর্ঘ বয়ানের একপর্যায়ে বলেছিলেন—‘অতএব, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, কেননা তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত ও প্রতিশ্রুতির ওপর গ্রহণ করেছ এবং তোমরা আল্লাহর হুকুমেই তাদের লজ্জাস্থান হালাল হিসেবে পেয়েছ। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো, তারা তোমাদের অপছন্দ হয় এমন লোককে তোমাদের বিছানায় আসতে দেবে না। [17]

১৮.ইদ্দত চলাকালে ভরণ পোষণের দায়িত্ব

তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত চলাকালে তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপরে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, 'সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে আর যার রিযিক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে। আল্লাহ কারো ওপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশী। আল্লাহ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করবেন।' [সূরা তালাক, আয়াত: ৭]

সুতরাং আপনার প্রাক্তন স্বামীই আপনার ভরণ পোষণ বহন করবেন। [18]

পরিণতি

নারীদের প্রকৃত মর্যাদা প্রদানকারী দীন একমাত্র ইসলাম। ইসলাম তাদের অনেক বিষয়কে বিশেষ গুরুত্বসহ গ্রহণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো শুধু নারীদের উদ্দেশ্য করেই উপদেশ প্রদান করতেন। ‘আরাফার ময়দানে তিনি নারীদের ওপর পুরুষদের হিতাকাঙ্ক্ষী হতে বলেন, যা প্রমাণ করে নারীরা বিশেষ যত্নের দাবিদার। বিশেষভাবে বর্তমানে যখন মুসলিম নারীদের সম্মান হরণ ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান থেকে বিচ্যুত করার নিমিত্তে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব, তাদের সচেতন করা ও তাদের সামনে মুক্তির নির্দেশনা স্পষ্ট করার বিকল্প নেই।

রেফারেন্স

[1] সহীহ ইবন হিব্বান।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০২৬; আহমদ (২/৩১৬)

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৪১; আহমদ: (২/৪৩৯); দারেমী, হাদীস নং ২২২৮

[4] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩৬

[5] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৯; তিরমিযী, হাদীস নং ১৭০৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৯২৮; আহমদ (২/১২১)

[6] https://www.jagonews24.com/religion/islam/841574

[7] তিরমিযী, হাদীস নং ১১৮৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ২২২৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২০৫৫; আহমদ (৫/২৭৭); দারেমী, হাদীস নং ২২৭০

[8] তিরমিযী, হাদীস নং ১১০২; আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৮৩; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮৭৯; আহমদ: (৬/৬৬); দারেমী, হাদীস নং ২১৮৪

[9] তিরমিযী, হাদীস নং ১১০১; আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৮৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৮৮১; আহমদ (৪/৪১৮); দারেমী, হাদীস নং ২১৮২

[10] আল-মুগনি: (৬/৪৪৯)

[11] https://www.dhakapost.com/religion/164105

[12]https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=75&chapter=9495

[13] https://www.youtube.com/watch?v=8Yb6EAIQNT8

[14] https://www.youtube.com/watch?v=9Gv71KSHVXI

[15] https://www.youtube.com/watch?v=4Hffj0duiQM

[16] **https://www.youtube.com/watch?v=o7dJzKwKDAE**

[17] https://www.youtube.com/watch?v=GQWKoBaxR-4

[18] https://www.youtube.com/watch?v=4ALKr2yfz-8